প্রথম আলো

18 APR 2016

মাধ্যমিকে ছাত্রীদের ঝরে পড়া

দারিদ্র্য দূর ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে

সরকার শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া রোধে নানা পদক্ষেপ নিলেও তা যে সম্পূর্ণরূপে কাজে আসছে না, তা বোঝা গেল বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) প্রকাশিতব্য এক প্রতিবেদনের তথ্য দেখে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকে ভর্তি প্রায় ১০০ শতাংশ হলেও মাধ্যমিকে প্রায় ৪৬ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ে। নিঃসন্দেহে এই তথ্য উদ্বেগজনক।

এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে যত ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, তার মধ্যে ৫৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ ছাত্রী মাধ্যমিক শেষ করতে পারে, অন্যরা ঝরে পড়ে। অন্যদিকে ভর্তি হওয়া ৬৬ দশমিক ২৮ শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক স্তর শেষ করতে পারে। মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার ওপর এর আগে ব্যানবেইসের ২০১১ সালের জরিপে বলা হয়েছিল, অভিভাবকদের নিম্ন আয়, বাল্যবিবাহ ও দারিদ্র্যই এর অন্যতম কারণ। অল্প বয়সেই যেসব মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। মেয়েরা যদি শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে তাহলে কোনো দিনই দেশে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় পিছিয়েই থাকবে।

সরকার শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া রোধে গরিব ও মেধাবী ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনা মূল্যে বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালুসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, উপবৃত্তির টাকা খুবই সামান্য। এই টাকা দিয়ে পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কারণ কোচিং-প্রাইভেট পড়াসহ অন্যান্য খরচ আছে।

শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া রোধ করতে সরকারকে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। এ জন্য সরকারকে সবার আগে দারিদ্র্য দূর করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সব সমস্যার মূলে আছে দারিদ্র্য। আর মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতার বিকল্প নেই।